রমজান

সত্বিকা দে
নবম শ্রেণী

চট্টগ্রামের ধারে এক ছোট্ট গ্রাম। বাবা, মা, ছোট দুটি ভাই ও দিদিকে নিয়ে রমজানদের সংসার। বহুকষ্টে রমজানের বাবা সংসার চালান। একটাই সান্ত্বনা রমজান পড়াশুনোয় ভাল। গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ করে জলপানি পেয়ে শহরের মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়েছে। একজন বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে ও মাদ্রাসার মৌলবীর কাছ থেকে বই ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছে। ওর সামনে একটাই স্বপ্ন পাশ করে একটা চাকুরী নেবে। ছোট দুটি ভাইকে পড়াবে এবং দিদির বিয়ে দেবে। রমজানের বাবা মাও রমজানকে নিয়ে রঙীন স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকেন

অভাব অনটন ওদের স্বপ্নকে ম্লান হতে দেয়নি। ছোট দুটি ভাই সামান্য খাবার ভাগ করে খাওয়ার সময় ভাবে আরতো বেশিদিন নেই, দাদা রমজান কত খাবার নিয়ে আসবে। দিদি আমিনাও গোবর ফেলতে ফেলতে নিজের ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন দেখে।

এমনি করে কয়েকটা বছর চলে যায়। রমজান বি, এ, পাশ করেছে। শহরে একটা সরকারী চাকরী পেয়েছে। বাবা মার সাথে দেখা করতে এসে ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনা করছে।

রমজানের আজ বড় আনন্দের দিন! ওর দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে। তারপরেই ভাবছে ছোট দুটি ভাইকে নিয়ে ওর

কাছে এনে রাখবে, ওদের পড়াশুনোর যত্নও নেবে। বাড়ী-টাও মেরামত করাবে। বাবা মার যাতে কোন কষ্ট না হয় তার লক্ষ্য রাখতে হবে

মনের আনন্দে দিদির বিয়ের বাজার চলছে। রুপোর গয়না, কাচের চুড়ি. লাল ঢাকাই জামদানী, স্নো-পাউডার কোন কিছুই বাদ দেয়নি। সবই হয়েছে রমজানের রোজগারের টাকায়। বিয়ের মাত্র কয়েকদিন বাকী তাই রমজান ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলছে। ট্রেনের দুলুনীতে ঘুম এসে গেছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড কোলাহলে জেগে উঠে দেখে যাত্রীদের ভয়ার্ত চীৎকার। রেলগাড়ী থেমে গেছে। রেললাইনের কোন চিহ্নই নেই সব অতল জলের তলায়। প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড় আর বন্যায় চট্টগ্রাম ও তার আশে পাশের গ্রামকে ভাসয়ে নিয়ে গেছে। রমজান স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথায় খুঁজবে ওর পরিবারের লোকদের। কোথায় ওর আমিনা দিদির বিয়ের আসর। এর উত্তর কে দেবে রমজানকে।

প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব লীলায় হাজার হাজার রমজানের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রমজানের মতো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যুবকদের আত্ম-বিলাপে কে সাড়া দেবে? ●